সিডর (S I D R)

২০০৭ সালের উত্তর ভারতীয় সামুদ্রিক ঘুর্ণিঝড় মৌসুমে নাম দেয়া হয়েছে এমন ঝড়গুলোর ভেতর সিডর (S I D R) চর্তুথ আর সব মিলিয়ে ষষ্ঠতম ঘুর্নিঝড়। সিডর শব্দটি এসেছে ‘সিদর’ থেকে। এটি শ্রীলংকার একটি শব্দ র্অথাৎ সিংহলী শব্দ। প্রতিটি ঝড়ের সময় র্নিধারিত আটটি দেশের ভেতর একেকবার একেকটি দেশকে দায়িত্ব দেওয়া হয় ধেয়ে আসা ঝড়ের নাম দিতে। এবারে নাম দিয়েছে শ্রীলংকা আর সিংহলী ভাষায় সিদর র্অথ ‘ছিদ্র’। এছাড়াও জুজুবা গাছকেও আরবিতে ‘সিডর’ নামে ডাকা হয়। শুধু তাই না, আরব দেশের অনেক লোককেই তাদের নামের শেষে ‘সিডর’ উপাধি ব্যবহার করতে দেখা যায়।

আগে থেকেই ধারণা করা যাচ্ছিল যে প্রতি ঘন্টায় ঝড়টির কেন্দ্রে সর্বোচ্চ ২৪০ কিলোমিটার বেগে ধেয়ে যাওয়া এই সিডরের ঘুর্ণি সমুদ্রের পানিকে স্বাভাবিকের চেয়ে প্রায় দশ-বারো ফুট উঁচু দিয়ে নিয়ে যাবে। কাজেই বাংলাদেশ ও ভারতের কিছু তীরর্বতী জায়গা ভেসে যাবে উপচে পড়া পানির বন্যায়। গত ৯ নভেম্বর দক্ষিণ আন্দামান সাগর এলাকায় তৈরি হওয়া বিশৃংখল আবহাওয়া ধীরে ধীরে আরও ভয়াবহ চেহারা নিয়ে সরে যায় উত্তর-পশ্চিমে। ১২ তারিখে সেটাই সৃষ্টি করে সিডর ঘূর্ণিঝড়। আর ১৫ নভেম্বরে এসে ভয়ঙ্কর সিডর আঘাত হানে বাংলাদেশ ও ভারতের উপকূলের জেলাগুলোতে। এমন দুরন্ত গতির কারণেই আটলান্টিকে অবস্থিত আমেরিকার আবহাওয়া অফিস সিডরকে ক্যাটাগরি- চার এর আওতায় ফেলেছে। ভয়াবহতা র্নিনয় করে সাধারণত মোট পাঁচটা ক্যাটাগরিতে ফেলা হয় ঝড়কে। ক্যাটাগরি- চার ঝড়গুলোর বাতাসের বেগ থাকে ঘন্টায় ২১০ থেকে ২৪৯ কিলোমিটার।

ঝড়ের ক্যাটাগরি ভাগ করার সবচেয়ে জনপ্রিয় নিয়মের নাম হচ্ছে ১৯৬৯ সালে আবিষকৃত ‘সাফির-সিম্পসন হ্যারিকেন স্কেল’। এই নিয়মে বাতাসের গতিবেগ হিসাবে এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত মোট পাঁচটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয় ঝড়গুলোকে।

ক্যাটাগরি এক - প্রতি ঘন্টায় ১১৯ থেকে ১৫৩ কিলোমিটার

ক্যাটাগরি দুই - প্রতি ঘন্টায় ১৫৪ থেকে ১৭৭ কিলোমিটার

ক্যাটাগরি তিন - প্রতি ঘন্টায় ১৭৮ থেকে ২১০ কিলোমিটার

ক্যাটাগরি চার - প্রতি ঘন্টায় ২১১ থেকে ২৫০ কিলোমিটার

ক্যাটাগরি পাঁচ - প্রতি ঘন্টায় ২৫০ কিলোমিটার বা তার থেকে বেশি

গড়ে এক মিনিট ধরে ধেয়ে চলা এবং সমতল থেকে প্রায় ৩৩ ফুট ওপর দিয়ে যাওয়া ঝড়ো বাতাসের গতি অবশ্য নটিক্যাল মাইল হিসেবেও মাপা হয়।

বিশ্বের সবচেয়ে ভয়াবহ ঘুর্ণিঝড় কোথায় হয়েছিল জানো? আমাদের বাংলাদেশের ভোলায়। ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বরে আঘাত হানা এই ঝড়ে আমরা হারিয়েছিলাম প্রায় ৫ লক্ষ ৫০ হাজার প্রাণ। এখনও অনেক আলোচনায় ঘুরে ফিরে আসে এই ভয়ংকর ঝড়ের কথা, যার নাম দেওয়া হয়েছে 'দি গ্রেট ভোলা সাইক্লোন'।

বিশ্বের সবচেয়ে প্রাণঘাতী সাইক্লোনের তালিকায় প্রথম দশটির ভেতর পাঁচটিতেই আছে আমাদের বাংলাদেশের নাম। সেই দশটি হচ্ছে-

১. গ্রেট ভোলা সাইক্লোন, বাংলাদেশ (১৯৭০, বঙ্গোপসাগর, মৃতের সংখ্যা ৫ লক্ষ ৫০ হাজার)

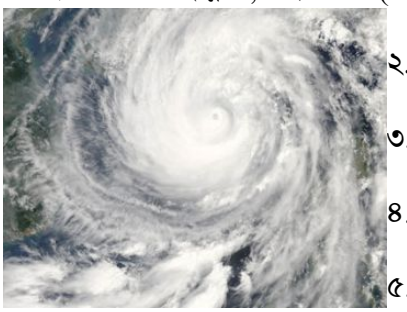

২. হুগলি রিভার সাইক্লোন, ভারত (১৭৩৭, বঙ্গোপসাগর, মৃতের সংখ্যা ৩ লক্ষ ৫০ হাজার)

৩. হাইফং টাইফুন, ভিয়েতনাম (১৮৮১, পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর, মৃতের সংখ্যা ৩ লক্ষ)

৪. বাকেরগঞ্জ সাইক্লোন, বাংলাদেশ (১৫৮৪, বঙ্গোপসাগর, মৃতের সংখ্যা ২ লক্ষ)

৫. গ্রেট বাকেরগঞ্জ সাইক্লোন, বাংলাদেশ (১৮৭৬, বঙ্গোপসাগর, মৃতের সংখ্যা ২ লক্ষ)

৬. বাংলাদেশ (১৮৯৭, বঙ্গোপসাগর, মৃতের সংখ্যা ১ লক্ষ ৭৫ হাজার)

৭. সুপার টাইফুন নিনা, চীন (১৯৭৫, পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর, মৃতের সংখ্যা ১ লক্ষ ৭১ হাজার)

৮. সাইক্লোন জিরো-টু-বি, বাংলাদেশ (১৯৯১, বঙ্গোপসাগর, মৃতের সংখ্যা ১ লক্ষ ৪০ হাজার)

৯. গ্রেট বম্বে সাইক্লোন, ভারত (১৮৮২, আরব সাগর, মৃতের সংখ্যা ১ লক্ষ)

১০. হাকাতা বে টাইফুন, জাপান (১২৮১, পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর, মৃতের সংখ্যা ৬৫ হাজার)

Source: www.bdnews24.com